দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JAN 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

# শিক্ষার্থীরা বই পাবে কবে

## ○ তিন দফা তারিখ পেছালেও ৩৮টি বই বাজারে আসেনি

রোজিনা ইসলাম

আজ শনিবার মাধ্যমিক পর্যায়ের (ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী) সব বই বাজারে আসার কথা; কিন্তু তিন দফা তারিখ পিছিয়েও গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তির ৩৮টি বই বাজারে ছাড়তে পারেনি প্রকাশক ও মুদ্রাকররা। জানুয়ারি চলে গেলেও কবে মাধ্যমিকের ৭৪টি বই বাজারে আসবে, শিক্ষার্থীরা কবে পুরো সেট বই পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ঘোষণা অনুযায়ী আজ ৩১ জানুয়ারির মধ্যে মাধ্যমিকের মোট ৭৪টি বইয়ের সব বাজারে আসার কথা ছিল। এর মধ্যে প্রথম দফায় ১৪টি, দ্বিতীয় দফায় ৩৮টি এবং তৃতীয় দফায় ২২টি বই আসার তারিখ নির্ধারণ হয়। গত ৬ জানুয়ারি প্রথম দফায় ১৪টি বই আসার কথা থাকলেও ওইসব বই আসতেই ২৮ জানুয়ারি লেগে যায়। দ্বিতীয় দফার ৩৮টি বই আসার কথা ছিল ১৪ জানুয়ারি, সেখান থেকে পিছিয়ে ২০ এবং পরবর্তী সময়ে ২৪ জানুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করা হয়। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত বাজারে ওইসব বইয়ের সববরাহ স্বাভাবিক হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির বই আসা নিয়ে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রভাব পড়েছে তৃতীয় কিস্তির বেলায়ও। ৩১ জানুয়ারি তৃতীয় কিস্তির বই বাজারে এলে একজন শিক্ষার্থী পুরোপুরি এক সেট বই পেত। এখন সেসব বই কবে বাজারে আসবে এর নিশ্চয়তা এনসিটিবি বা বইয়ের প্রকাশক-মুদ্রাকর কেউই দিতে পারছে না।

বই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের তিনটি সমিতি এখন বলছে, সবার জন্য নিউজপ্রিন্টে বই ছাপা উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। এর আগে নির্ধারিত কিছু প্রকাশকের মধ্যে বই ছাপা উন্মুক্ত করে দেয়া হলেও সাদা কাগজে বই ছাপলে লাভ হয় না, এমন অজুহাত দেখিয়ে সংশ্লিষ্টরা বই ছাপেনি। তারা এখন নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার সুযোগ চাচ্ছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে 'সংবাদ'কে বলেন, তারা বই সঙ্কট দূর করার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জানা যায়, একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক বোর্ড বইয়ের চেয়ে নোট-গাইড ছাপতেই বেশি ব্যস্ত। তারা সঙ্কট তৈরি করে বোর্ড বইয়ের সঙ্গে নোট-গাইড গছিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া প্রভাবশালী কয়েকজন প্রকাশক খুচরা বিক্রেতাদের নির্ধারিত কমিশন কমিয়ে দিয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে ক্রেতাদের ওপর। কারণ খুচরা বিক্রেতারা কবে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

### কবে : বই পাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্রেতাদের কাছে বেশি দামে বই বিক্রি করছে। বই নিয়ে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি দৃশ্যমান কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। দৃশ্যত একশ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের কাছে এনসিটিবি জিম্মি হয়ে পড়েছে। নানা অজুহাত তুলে তারা বই সরবরাহে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। এনসিটিবি জানা সত্ত্বেও এসব ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মঈন উদ্দিন গত বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, দরপত্রের শর্ত লংঘন করলে শাস্তির যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপর্যাপ্ত। সূত্র মতে, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বাজারে বই সঙ্কটের কারণ জানতে চেয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, কি কারণে বইয়ের সঙ্কট তৈরি হয়েছে এবং কারা এজন্য দায়ী তা নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে এনসিটিবি। বই সঙ্কট মোকাবেলায় এনসিটিবি মাধ্যমিকের বই উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। তবে ৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের উপস্থিতিতে এক নীতি নির্ধারণী সভায় এ বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন সদস্য বলেন, এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী নানামুখী অপতৎপরতা শুরু করেছে। তারা সহযোগিতার বদলে মুনাফা নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ১৮ টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এগুলোসহ অসাধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে। তিনি বলেন, মাধ্যমিকের বই ছাপা নিয়ে যে ধরনের ধকল পোহাতে হয় তা বন্ধের একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিকের বই বিনামূল্যে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাহলে একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশকের দৌরাত্ম্য কমবে বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের এ ব্যাপারে সংবাদকে বলেন, নিউজপ্রিন্টে বই ছাপা উন্মুক্ত করে না দিলে বইয়ের সঙ্কট দূর হবে না। তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে গত ২৬ জানুয়ারি এনসিটিবিকে চিঠি লিখেছি। তিনি বলেন, চাহিদানুযায়ী বাজারে বই না পাওয়া সঙ্কটের অন্যতম কারণ।

উল্লেখ্য, গত বুধবার এনসিটিবির কেন্দ্রীয় দরপত্র নজরদারি কমিটির সভায় সঙ্কট নিরসনে মাধ্যমিকের বই উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন হয়। কিন্তু এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এনসিটিবি এখন তাকিয়ে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।